শ্রীধাম বৃন্দাবনে

Shri Keshabji Goudiya Math
Kans Tilla, Agra R...
Mathura 281001 U.P.

ইম্‌লিতলা বা তেঁতুলতলা-মাহাত্ম্য

প্রকাশক :—

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারকবর

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের

প্রতিষ্ঠিত—

শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘ

(রেজিষ্টার্ড)

—পঞ্চম সংস্করণ—

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথি বাসর

৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ

বাঁকুড়া, শ্রীনিবাস গৌড়ীয় মঠ,

কেশিয়াকোলস্থিত "সারস্বত-প্রেস" হইতে—

শ্রীশৌরিজন ব্রহ্মচারী, ভক্তি-চকোর

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সেবা-সহায়তা

ভিক্ষা-১·৫০

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রথম সংস্করণের

—মুখবন্ধ—

শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীধাম বৃন্দাবনে সিদ্ধপীঠ ইমলিতলায় দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গোপীনাথের সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও তদনুগত আচার্য্যবর্গের দ্বারা সুরক্ষিত এই সুপ্রাচীন ইমলি অর্থাৎ তেঁতুল বৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া উপর্য্যুপরি ছয় বৎসর (৬ বৎসর) ব্রজমণ্ডল পরিক্রমান্তে, আমাদের পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা "সারস্বত-গৌড়ীয়ের" ৮ম খণ্ডের ৩য় সংখ্যায় প্রথম, "শ্রীধাম বৃন্দাবনে

সিদ্ধপীঠ ইমলিতলার এত মাহাত্ম্য কেন? শীর্ষক প্রবন্ধে, তিনি তাঁহার ভজনানুভূতির যে গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উৎসাহান্বিত হইয়া এই প্রবন্ধটী পৃথকভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিলাম। সজ্জনগণ ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতির সতীর্থ স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীমৎ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভু এই শ্রীমন্দির এবং সেবকখণ্ডাদি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে যে গগনভেদী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা-প্রদেশ ও ব্রজমণ্ডলের অন্যান্য স্থানেও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার স্বোপার্জ্জিত কনক মাধবের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজন সুবিদিত। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বান্ত-করণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার ন্যায় সেবোন্মুখী বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিবার সকাকু প্রার্থনা জানাইতেছি।

গৌড়ীয়-সঙ্ঘাশ্রম
শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী বাসর
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

সজ্জনকিঙ্কর—
শ্রীরামানন্দ ভক্তিসিন্ধু
সম্পাদক—গৌড়ীয় সঙ্ঘ

শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজের লিখিত
দ্বিতীয় সংস্করণের

--উপোদ্ঘাত—

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি সকল শাস্ত্রেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল বিশিষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে প্রকৃতির অষ্ট আবরণ, তাহার পর বিরজা, তদূর্দ্ধে সিদ্ধলোক, তাহার উপরে পরব্যোম, শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি নারায়ণের লীলাস্থল। মৎস-কূর্ম্মাদি অনন্ত ভগবৎ স্বরূপের পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ পরব্যোমের অন্তর্গত, তদুপরি স্বয়ং ভগবান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্য বিহারভূমি গোলোক-বৃন্দাবন। একই কৃষ্ণ যেমন যুগপৎ বহু মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, তদ্রূপ ধামও যুগপৎ বহু ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান থাকিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া পরমতম স্বরূপ, তদ্রূপ তদীয় ধামও সর্ব্বোপরি বিরাজমান। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যেমন অন্যান্য সাধারণ মাধুরী প্রকটিত হয়, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনও অসমোর্দ্ধ ধাম। শ্রীকৃষ্ণের সেই নিত্যধাম অপ্রকট ও প্রকট ভেদে দুইভাবে প্রকাশ, ব্রহ্মার দিবস মধ্যে চৌদ্দ-মন্বন্তর বা সহস্র চতুর্যুগ পরিগণিত হয়, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধাম ও স্বপার্ষদে জম্বু-দ্বীপান্তর্গত ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জীবকে আত্যন্তিক কৃপা করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। ভগবানের সেই নিত্যধাম বৃন্দাবন মাধুর্য্যময় লীলাবিলাসের স্থান, তন্মধ্যে 'ইমলিতলা' সর্ব্বগূঢ় লীলার পীঠ-স্বরূপ; কেননা শ্রীকৃষ্ণ এখানে শ্রীরাধিকার রূপগুণ চিন্তা করিতে করিতে তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধিকার প্রায় মাধুর্য্য আস্বাদনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীরাধা-ভাবকান্তি সুবলিত 'গৌর-মূর্ত্তি' ধারণ করিয়াছিলেন এবং এই কলিযুগে সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে ভক্তভাবে অবতীর্ণ হইয়া স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল জীবকে নির্ব্বিচার কৃষ্ণপ্রেম

বিতরণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে শুভবিজয় করিয়া এই ইম্‌লিতলায় উপবেশন করিয়াছিলেন। ইম্‌লি বৃক্ষই তার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

নিত্যানন্দান্বয়, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন, অস্মদীয় গুরুপাদ-পদ্ম গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ মথুরা-বৃন্দাবন দরজায় শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ীয়মঠ স্থাপনান্তর শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের সেবা প্রকাশ পূর্ব্বক তদীয় নিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকাকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেরণায় বৃন্দাবনে ইম্‌লিতলায় গৌর-কৃষ্ণের বিলাস স্থানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহাই বিষদ্‌ভাবে বর্ণিত হইল।

শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতির বিশুদ্ধ ধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাক্তন আচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ (শ্রীপাদ রামানন্দ ভক্তিসিন্ধু প্রভু) ইতঃপূর্ব্বে এই "ইম্‌লিতলা মাহাত্ম্য" গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে উক্ত গ্রন্থখানির অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায়—ইম্‌লিতলা মহাপ্রভুর মন্দির, দিল্লী গৌড়ীয়-সঙ্ঘ ও ইন্দ্রপ্রস্থ গৌড়ীয়-মঠের বৈষ্ণবগণের বিশেষ আগ্রহে ও সেবাচেষ্টায় এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইলেন জানিয়া সকল বৈষ্ণবগণই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

এই দ্বিতীয়-সস্করণে গ্রন্থোক্ত শ্রীরাধাগোপীনাথের লীলা-উদ্দীপক চিত্র সংশ্লিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানি পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। পরমার্থ লাভেচ্ছু সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট এই গ্রন্থ রত্নস্বরূপ; ইহার অনুশীলনে সকলেরই বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘাশ্রম
২৩নং ডাক্তার লেন,
কলিকাতা-১৪

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—
শ্রীভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন

শ্রীধাম বৃন্দাবনে
ইম্‌লিতলা বা তেঁতুলতলা-মাহাত্ম্য

শ্রীধাম বৃন্দাবনে সেবাকুঞ্জ মহল্লায়, যমুনাতীরে ইম্‌লিতলা বা আম্‌লিতলায় (১) শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, (২) শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং (৩) শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ—মার্ব্বেলমণ্ডিত উচ্চ মঞ্চোপরি কারুকার্য্য খচিত ও বিদ্যুতালোকমণ্ডিত তিনটি মনোহর সিংহাসনে

বিরাজমান আছেন। ইহা নবদ্বীপবাসী, ক্ষেত্রবাসী এবং বৃন্দাবন-বাসী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং সজ্জনমাত্রেই অবগত আছেন।

হিন্দী শব্দ 'ইম্‌লি' বঙ্গভাষায় 'তেঁতুলকে' বুঝায়। হিন্দুস্থানীগণ 'ইমলিতলা' বলিয়া থাকেন। বঙ্গবাসী 'আম্‌লিতলা' বা 'তেঁতুলতলা' বলিয়া থাকেন। এই অতি প্রাচীন তেঁতুলবৃক্ষটী দ্বাপরযুগেও বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জানা যায়। এই প্রাচীন প্রকাণ্ড বৃক্ষটী কালক্রমে খর্ব্ব ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া কেবলমাত্র অর্দ্ধাংশের ত্বক ও তৎসংলগ্ন কিঞ্চিৎ সারের উপর বক্রভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীসরস্বতী-কুঞ্জের ছাদের উপর একটী শাখায় ভর দিয়া ছত্রাকারে শ্রীভক্তিবিজয়-কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠের উপর শোভা পাইতেছেন।

যমুনার প্রবল বন্যায় শ্রীবিগ্রহগণের প্রাচীন মন্দিরটী ও সেবকথণ্ডাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে শ্রীবিগ্রহগণ প্রাচীন মন্দিরের পশ্চাতে অন্য মন্দিরে নীত হইয়া অর্চ্চিত হইতেছিলেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতিকে সঙ্গে লইয়া 'ইম্‌লিতলা' দর্শনকালে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বলিয়াছিলেন—"এই সুপ্রাচীন ইম্‌লিতলার মাহাত্ম্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রচার করিয়াছিলেন এবং তদবধি শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই পবিত্র স্থানে আগমনপূর্ব্বক ইম্‌লিতলা দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া থাকেন। শ্রীরাসবিহারী ও রাসস্থলীর 'সখী-চরণ' ধূলি এবং সিদ্ধ-মহাজনগণের পাদপদ্মধূলিধূসরিত ইম্‌লিতলার সন্নিকটস্থ স্থানে গড়াগড়ি দিলেও হরিভক্তি উদয় হইয়া থাকে। এরূপ স্থানের শ্রীমন্দির ও সেবকখণ্ডাদি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া অজগরগণের বাসস্থান হইয়াছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে যে মন্দিরে উপস্থিত শ্রীবিগ্রহগণ অর্চ্চিত হইতেছেন, তাহার চারিদিকে ভগ্ন সেবকখণ্ডে নেড়ানেড়ীর বাসস্থান হইয়াছে। ইম্‌লিতলার পাশে তাহাদের পরিত্যক্ত মলমূত্রাদির দুর্গন্ধে সেখানে ভদ্রলোকের প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর দ্বারা রক্ষিত এই পবিত্র স্থানের শ্রীমন্দির ও সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া মনে বড় দুঃখ বোধ হইতেছে।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ইম্‌লিতলা পরিক্রমা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠে দণ্ডবত পূর্ব্বক নাকে কাপড় দিয়া এই দুর্গন্ধময় স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তীকালে তাঁহারই অনুকম্পিত "শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি" বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন ইম্‌লিতলা সংস্কারের চিন্তা

করিতেছিলেন তখন শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রকটিত বিগ্র শ্রীরাধা-মদনমোহনের মহান্তমহারাজ ইমলিতলার শ্রীবিগ্রহগণের সেবাভার শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতির হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতির সতীর্থ শ্রীমদ্ সখীচরণ রায় (শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীভক্তিবিজয় প্রভু) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমন্দির সংস্কার এবং সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তদবধি এই ইমলিতলা 'শ্রীভক্তিবিজয় কুঞ্জ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ ইমলিতলার পার্শ্বস্থ টিকমগড় রাজার বহুমূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ বাড়ীটি ক্রয় করিয়া 'সরস্বতী-কুঞ্জ' নাম দিয়া 'শ্রীভক্তিবিজয়-কুঞ্জের' সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এখন এই স্থান দর্শন করিলে জীব মাত্রেরই প্রাণ শীতল হয়।

জনসাধারণের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইমলিতলার এত মাহাত্ম্য কেন? তদুত্তরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উল্লিখিত—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে শুভবিজয় করিয়া উক্ত তিন্তিড়ি বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক যমুনা দর্শন করিতেন, বৃন্দাবন দর্শন করিতেন, শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেন এবং শ্রীহরিভক্তির কথা যোগ্য ব্যক্তিগণের নিকট প্রচার করিতেন। তন্মধ্যে মাত্র একজন সুযোগ্য ভাগ্যবান শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুতের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন। যথা :—

"আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে 'বৃন্দাবন'।
'কালীয় হ্রদে' স্নান কৈল আর প্রস্কন্দনে॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল 'চীরঘাটে' স্নান।
তেঁতুলতলাতে আসি করিলা বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম-চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন শোভা দেখি যমুনার নীর॥
'তেঁতুলতলে' বসি করেন নামসংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি' আসি করে অক্রূরে ভোজন॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্ত।
নামসংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত॥
হেনকালে আইল বৈষ্ণব 'কৃষ্ণদাস' নাম।
রাজপুত জাতি, গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম॥
'কেশী' স্নান করি সেই কালীয়দহ যাইতে।
আমলি-তলায় গোসাঞিরে দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হইল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার॥
প্রভু কহে—কে তুমি, কাঁহা তোমার ঘর?
কৃষ্ণদাস কহে—মুঞি গৃহস্থ পামর॥
রাজপুত জাতি মুঞি, ও-পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয়,—'হঙ বৈষ্ণব-কিঙ্কর॥

কিন্তু আজি এক মুঞি 'স্বপ্ন' দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেকে তোমা আসি পাইনু॥
প্রভু তাঁকে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল, সেই নাচে, বলে 'হরি'॥
প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রুর-তীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্টপাত্র-প্রসাদ পাইলা॥
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইলা জলপাত্র লইয়া।
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮শ পরিচ্ছেদ)

কিন্তু জনসাধারণের চিত্তে পুনরায় এই প্রশ্নের উদয় হয় যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে শুভবিজয় করিয়া এই তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে কেন প্রত্যহ উপবেশন করিতেন ?

তাঁহাদের এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন আগমনের পূর্ব্বে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু মথুরামণ্ডলে শুভবিজয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করিতেন। তৎকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর লীলার কোন গুপ্ত-রস আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে বৃন্দাবনে পরবর্ত্তীকালে আসিয়া এই ইমলিতলায় উপবেশন করিবেন, তাহা জ্ঞাত হইয়াই এই বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে নির্ম্মিত পুরাতন বেদি সংস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপবেশনের উপযোগী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু দ্বাপর যুগের কোন গুপ্ত-লীলারস আস্বাদন করিয়া ইমলিতলার বেদি সংস্কার করিয়াছিলেন,—তাহা শ্রীল নন্দকিশোর দাস মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকট-কালের অব্যবহিত পরে বরাহ সংহিতা হইতে পয়ারছন্দে নিম্ন-লিখিতভাবে অনুবাদ করিয়াছেন। যথা—

অতঃপর বরাহ-ধরণী দুই জনে।
প্রশ্নোত্তর কথা আগে করিব বর্ণনে॥
আমলিতলার কথা কহিব এখন।
যমুনার তীরে বৃক্ষ বহু পুরাতন॥
চতুর্দ্দিকে বেদি বাঁধা পরম সুন্দর।
কৃষ্ণ বিহারের স্থান অতি মনোহর॥
রাধিকা-বিরহে কৃষ্ণ বিষাদ করিয়া।
প্রিয় নাম জপিলেন সেখানে বসিয়া॥
সে রস মহিমা হয় অতি সর্ব্বোত্তম।
অল্পাক্ষরে কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ॥
"একদিন কৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণ সঙ্গে।
বৃন্দাবন মাঝে রাস-লীলা করে রঙ্গে॥
চন্দন-চর্চ্চিত অতি শ্যাম কলেবর।
গলে দোলে বনমালা পীতাম্বরধর॥
লীলায়ে চলয়ে অতি কুণ্ডল-যুগল।
মনোহর শোভা গণ্ডস্থল ঝলমল॥
হেনমতে শতকোটী গোপীকার সনে।
বিলাস করয়ে অতি রসাবিষ্ট মনে॥

চঞ্চল হইয়া কারে করে আলিঙ্গন।
কারো মুখে মুখ দিয়া করেন চুম্বন ॥
ঐছে নৃত্যরসে কোন গোপীকার স্তনে।
ধরয়ে অত্যন্ত সুখে কর-পদ্মার্পণে ॥
অতি রসকথা কহে কারো কর্ণমূলে।
কারো সনে নৃত্য করে অতি কুতুহলে ॥
কারো কারো বস্ত্র সুখে করে আকর্ষণ।
যমুনা পুলিনে কারো করয়ে রমণ ॥
কারো সনে আলাপ করয়ে সুপঞ্চম।
কারো সনে গান করে প্রাণ মনোরম ॥
করতলে তাল বলয়াদি বাদ্য হয়।
আপনেহ বংশী বাদ্য করে রসময় ॥
সাধু সাধু বলি' সবে প্রশংসা আচরে।
তা সবা সহিতে নৃত্য করিয়া বিহরে ॥
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
মন্মথমন্মথ রূপ বৈদগ্ধাদিসার ॥
হেনমতে নৃত্যরসে তা সবার সনে।
আলিঙ্গন করি হয় অতীব শোভনে ॥
তহি রাই অতিশয় প্রেমে অন্ধা হয়।
তার সনে কৃষ্ণ ঐছে বিহার করয় ॥
সুধাময় মুখচন্দ্র করি প্রশংসন।
অত্যন্ত কৌতুকে করে চুম্বনালিঙ্গন ॥

এইমত সাধারণ প্রণয়ে শ্রীকৃষ্ণ।
ব্রজবধূগণ সহ বিহরে সতৃষ্ণ॥
আপনার উৎকর্ষতা কিছু না দেখিল।
রাইর হৃদয়ে বাম্য আসি উপজিল॥
মান করি রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
লুকাইয়া রহিল দূরে নিজ সখী লৈয়া॥
কৃষ্ণলীলা রসকথা করিয়া স্মরণ।
বিহার করিতে করে কথোপকথন॥
কৃষ্ণচন্দ্র ততক্ষণ বিহার করিয়া।
মণ্ডলীতে রাধিকারে দেখিতে না পাঞা॥
তারে মনে চিন্তি অতি ব্যাকুল হইলা।
অন্বেষণে গেলা গোপীগণেরে ত্যজিয়া॥
সব লীলা হইতে রাসলীলা হয় শ্রেষ্ঠা।
তহি গোপীগণ মধ্যে রাই অতি প্রেষ্ঠা॥
তার সঙ্গে কৃষ্ণ সুখ বিলাস যেমন।
শত কোটী গোপীসহ না হয় তেমন॥
তাহা বিনু একক্ষণ না পারে রহিতে।
সবার ছাড়িয়া তেঞি যায় অন্বেষিতে॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে অতি বিকল হইয়া।
শরবাণে বিদ্ধ ডাকে রাধানাম লৈয়া॥
কোথা আছ প্রাণপ্রিয়ে দেহ দরশন।
তোমা বিনু এই প্রাণ না যায় ধারণ॥

তুয়া সঙ্গহীন মোরে দেখিয়া মদন।
পাঁচ বাণ সন্ধান করয়ে অনুক্ষণ॥
অতিশয় তীব্র জ্বালা না পারি সহিতে।
দেখা দিয়া রক্ষা কর কাম-বাণ হৈতে॥
যতক্ষণ তুমি দৃষ্টিগোচর নহিবে।
ততক্ষণ কামশরে আমারে পীড়িবে॥
তুমি সঙ্গে যবে মোরে দেখিবে মদন।
ধনু শর ত্যজি ভয়ে পলাবে তখন॥
ঐছে অন্বেষণ করি কাঁহা না পাইল।
আর্ত্ত হইয়া কলিন্দ তনয়া তটে আইল॥
আম্‌লির তলে বসি কুঞ্জের ভিতরে।
'রাধানাম মন্ত্র' জপে বিহ্বল অন্তরে॥
বিষাদ করিয়া পুনঃ কহিতে লাগিলা।
হাহা প্রাণেশ্বরী! আমা ছাড়ি কাঁহা গেলা॥
সৌন্দর্য্য-সুন্দরী রাধা মাধুর্য্যের সার।
মহত্বে রাধিকা গুরু হয় সবাকার॥
ব্রজাঙ্গণাগণে মুখ্যা হয় সে রাধিকা।
সেই আমার প্রিয়তমা সর্ব্বাধিকা॥
এইমত রাধিকার গুণানুবর্ণনে।
কহিতে লাগিল অতি উৎকণ্ঠিত মনে॥
প্রেমেতে বিহ্বল যাঁহা করে নিরীক্ষণ।
তাঁহা তাঁহা রাধাময় করে দরশন॥

কৃষ্ণের কামাদি ধর্ম্ম মনুষ্যের মত।
তথাপি চিদ্রূপ সেই সব অপ্রাকৃত॥
বৃন্দাবনে তেমনি ধরণী ধর্ম্ম হয়।
কৃষ্ণধাম নিত্য সেই চিদানন্দময়॥
অচিন্ত্যস্বরূপ ইঁহার না হয় নির্ণয়।
লীলা অনুরূপ লঘু বিস্তারিত হয়॥
যখন যে ইচ্ছা করে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
তখনে সেরূপ সুখ দেন বৃন্দাবন॥

তথাহি

"রাধা বিশ্লেষতঃ কৃষ্ণোহ্যেকদা প্রেমবিহ্বল
রাধামন্ত্রং জপন্ ধ্যায়ন্ রাধাং সর্ব্বত্র পশ্যতি॥"

এইমত প্রসঙ্গে আছে অনেক বিহার।
সংক্ষেপে কহিল কহা না যায় বিস্তার॥
কলিযুগে আসি কৃষ্ণ চৈতন্যরূপেতে।
অবতীর্ণ হৈলা রাধাভাব আস্বাদিতে॥
যেইকালে আইলা বৃন্দাবন দরশনে।
বসিলেন তাঁহা পূর্ব্ব রসাস্বাদ মনে॥
"আম্‌লিতলার" এই হয় বিবরণ।
শুনি সব ভক্তগণ কর আস্বাদন॥
এইমত শ্রীবরাহ ধরণীর কথা।
অত্যন্ত রহস্যময় বরাহ-সংহিতা॥

রাধা-বিরহে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইম্‌লিতলায় বসিয়া রাধা-মন্ত্র ও রাধানাম জপ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিপ্রলম্ভভাবে কোন এক সমুজ্জ্বল উন্নত রসের আস্বাদন করিয়া মহানন্দে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। এমন সময়ে শ্রীরাধিকা তাঁহার সখিগণ-সহ 'ইম্‌লিতলায়' উপস্থিত হইয়া অতি মনোরম গৌরাঙ্গ-রূপ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছিলেন এবং বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বীয় মাধুরিমা আস্বাদন করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরাধার পার্শ্ববর্ত্তী সখিগণ কহিতে লাগিলেন,—'ইনি নিশ্চয়ই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ'। রাধা-বিরহে বিপ্রলম্ভভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীরাধার রঙ ও ঢঙ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সমাধিস্থ আছেন। তখন তাঁহারা শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি কাড়িয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ চমকিত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলে প্রেমবিহ্বল-চিত্তে সখিগণ সহ শ্রীরাধাকে দর্শন করিলেন। শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের এই অপরূপ শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন,—তোমার বিরহে আমি সমস্ত বৃন্দাবন অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া এই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক তোমার নাম ও মন্ত্র জপ করিতে করিতে তন্ময় হওয়ায় আমার কৃষ্ণবরণ তোমার গৌরবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছে,

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধা এবং অন্যান্য সখিগণের নিকট
শ্রীগৌর-রূপের কারণ বর্ণনে রত।

এবং তোমার ন্যায় আশ্রয়-বিগ্রহ ভাবে বিভাবিত হইয়া আমি কোন এক অভিনব উন্নত-উজ্জ্বল-রসের সন্ধান পাইয়াছি, যাহা ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও অনুভব করি নাই। আমি সেই অপূর্ব্ব রসাস্বাদনের লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কলিকালে 'নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-রূপে' অবতীর্ণ হইব। **ইম্‌লিতলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গৌর-লীলার প্রথম সূচনা।** সখিগণ সহ শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে উপরোক্ত কথোপকথনের পর প্রেমালাপ করিতে করিতে পুনরায় রাস আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত বৃন্দাবন অন্বেষণ করিয়া শ্রীরাধার সন্ধান না পাইয়া কেন এই ইমলিতলায় উপবেশন করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন? ইঁহার তথ্য অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এবং মহাজনের বাক্যে শুনিতে পাই যে এই স্থানে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর মহাভিষেক-মহোৎসব সংঘটিত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে শ্রীগোবিন্দ-দেবের মহাভিষেক হইবার পর শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞানুসারেই এই মহাভিষেকের আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রণীত 'দানকেলি-কৌমুদি' গ্রন্থে নিম্নলিখিত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

শ্রীচিত্রা দেবী এই মহাভিষেক-মহোৎসব কথা নান্দীমুখীকে বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন :—

নান্দীমুখী—সখী চিত্রা! শ্রবণ কর, এই বৃন্দা ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন যে, হে যোগেশ্বরী! বৃন্দাবন রাজ্যে শ্রীরাধাকে অভিষেক করুন, যেহেতু অগ্রে অশরীরিণী আকাশবাণী স্পষ্টরূপে এরূপ আদেশ করিয়াছেন।

বৃন্দা :—(মনে মনে) মুকুন্দের আজ্ঞানুসারে আকাশবাণীর ছল করিয়া আমিই আর্য্যাকে একথা জানাইয়াছি।

নান্দীমুখী :— অনন্তর মহাতাপসী ভগবতী পৌর্ণমাসী আহ্বান করিলে পাঁচজন দেবী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অর্জ্জুন :— তাঁহারা কে?

বৃন্দা :— এক ভুবনবিখ্যাত দেবকীদেবীর কন্যা, যিনি

কেবল কংসকে ভৎর্সনা করিয়া গমন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সূর্য্য-পত্নী 'সংজ্ঞা' ও 'ছায়া' তথা চতুর্থী সূর্য্য-পুত্রী যমুনা, এবং পঞ্চম গঙ্গা, যাঁহার নামের পূর্ব্বে মানস এই শব্দ রহিয়াছে অর্থাৎ 'মানস-গঙ্গা'।

চিত্রা ঃ— তাহার পর, তাহার পর ?

নান্দীমুখী ঃ— মার্ত্তণ্ডের কনিষ্ঠা মহিষী ছায়া বলিয়াছিলেন,—ভগবতী ! আমরা কোনক্রমেই আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না, নিশ্চই মস্তকে ধারণ করিলাম ; কিন্তু কোথায় মহীয়সী এই শ্রীরাধা, কোথায় বা ষোড়শ-ক্রোশ মাত্র বিস্তীর্ণ এই বৃন্দাবন রাজ্য, ইহাতে আমার মন সুন্দররূপে প্রসন্ন হইতেছে না অতএব ব্রহ্মাণ্ডাধিপত্যে ইঁহাকে অভিষেক করুন। তাহার পর একা 'অনংশা' অর্থাৎ বিন্ধ্যবাসিনী দেবকী-কন্যা পৌর্ণমাসীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন।

হে তুল্যরূপিণি সখি ! শ্রবণ কর, বেদের বস্তুজ্ঞাপকত্বরূপ যে বীর্য্য, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের বিশিষ্ট ফলোৎপাদকত্বরূপ যে বীর্য্য, তীর্থ সকলের পাবনত্বরূপ যে বীর্য্য, মন্ত্র সকলের দুর্ঘট-ঘটনারূপ যে বীর্য্য, তপস্যার বাঞ্ছিত-ফল প্রাপকত্বরূপ যে বীর্য্য, তথা সেই সেই কর্ম্মসাধ্য স্বর্গ সকলের ইন্দ্রিয়জনিত সুখপ্রাপকত্বতা-রূপ যে বীর্য্য এবং তদ্ভোক্তা স্বর্গবাসিদিগের সুখপ্রাপকত্বরূপ যে বীর্য্য, সেই প্রকার অণিমাদি সিদ্ধি সকলের ঐশ্বর্য্য-সুখপ্রাপকত্বরূপ যে বীর্য্য, সিদ্ধিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিদিগের যোগৈশ্বর্য্যাদিরূপ যে বীর্য্য, অন্তরঙ্গ চিৎ-শক্তির কল্যাণময় যে গুণ, তন্ময়-পদার্থ সকলের

আবিষ্করণরূপ যে বৈকুণ্ঠ, তাহার সেই সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লক্ষণরূপ যে বীর্য্য বিখ্যাত আছে, তাহা অপেক্ষা জাতি ও প্রমাণ দ্বারা মথুরা-মণ্ডলে অধিকরূপে বিরাজ করিতেছে, আবার তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ষোড়শ ক্রোশমাত্র বৃন্দাবনে অবস্থিত আছে, অতএব হে সুন্দরি! কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্যের কথা কি, তাহা ত' বৃন্দাবনের এক প্রদেশেই রহিয়াছে।

চিত্রা :— তাহার পর, তাহার পর ?

নান্দীমুখী :— তাহার পর, লোক সকল হর্ষে প্রফুল্লিত হইলে দিব্য কুসুম-বর্ষণকারি গগনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সূর্য্যপুত্রী যমুনা বলিয়াছিলেন, ভগবতী! বিরিঞ্চিপুত্রী সরস্বতী এখানে আগমন করিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎসুক্য হইয়াও আপনার আহ্বান ব্যতিরেকে সঙ্কুচিতচিত্তে আসিতে পারিতেছেন না ; তিনি দিব্য মঞ্জুষিকা অর্থাৎ পেটারিকা সহকারে আসিয়া আকাশে বিলম্ব করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে আহ্বান করুন। ভানু-তনয়া এই কথা নিবেদন করিলে, ভগবতী পৌর্ণমাসী বিরিঞ্চিপুত্রী সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন ; অনন্তর বাগ্‌দেবী প্রবেশ করিয়া দিব্য-মঞ্জুষিকা উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সরস্বতীর কথা অর্দ্ধ বলা হইলে বৃন্দা অত্যন্ত হর্ষিতা হইয়া নান্দীমুখীর বাক্য নিবারণ করিয়া কহিয়াছিলেন :—

"ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী পদ্মমালা, ইন্দ্রপত্নী শচী স্বর্গসিংহাসন, কুবের গৃহিণী ঋদ্ধি রত্নালঙ্কার, বরুণ-প্রিয়া গৌরী ছত্র, পবন-পত্নী শিবা চামরদ্বয়, অগ্নিভার্য্যা স্বাহা বস্ত্রদ্বয় এবং শমন-সহধর্ম্মিণী

ধুমোর্না মণিদর্পণ কৌতুক সহকারে আমার হস্ত দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।”

চিত্রা :— তাহার পর, তাহার পর ?

বৃন্দা :— তাহার পর, শ্রবণবৃত্তি রোধকারি স্বর্গ-বাদ্যধ্বনি সকল আকাশমণ্ডলকে গম্ভীর করিলে, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ মেঘান্তবর্ত্তী হইয়া আনন্দসহকারে গান করিতে আরম্ভ করিলে ও অপ্সরাগণ গগনে নৃত্য আরম্ভ করিলে. সৌজন্যব্রতী সেই সকল সুরসুন্দরী আনন্দ সহকারে শ্রীরাধার অভিষেক-উৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(এই বলিয়া নান্দীমুখীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক লজ্জার সহিত) তাহার পর’ তাহার পর।

নান্দীমুখী :— তাহার পর সানন্দচিত্তে ও সতৃষ্ণ-নয়নে ব্রজেন্দ্রনন্দন দেখিতে থাকিলে, ভগবতীর আজ্ঞায় ঐসকল ভুবন-পাবন তরঙ্গিণী—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সঙ্গিনী-দেবী সকল কর্ত্তৃক তোমরা যে সখী, তোমাদের সহিত স্বর্ণ-সিংহাসনোপরি শ্রীরাধাকে উপবেশন করাইয়া দিব্য মহৌষধি রসামৃতে মণিকুম্ভ সকল পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মহাভিষেক করতঃ বৃন্দাবন রাজ্যের আধিপত্য অর্পণ করিলেন।

চম্পকলতা : (রোমাঞ্চের সহিত) তাহার পর, তাহার পর !

নান্দীমুখী :— অনন্তর হস্তোত্তলন করিয়া এই সৌগন্ধিক মালা ইহা আমার জননী সাবিত্রী স্নেহ সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন,

এই কথা বলিয়া দেবকী-পুত্রী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর হস্ত হইতে মালা লইয়া গোকুলানন্দের কণ্ঠদেশে অর্পণ করিলেন।

তাহার পর পরিহাস-হাস্যমুখী যমুনা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য। বন্ধুজনের স্নেহ, ধর্ম্ম বিস্মরণে অতিশয় পটু, কেন না যে স্নেহদ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও অবিচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

এই কথা শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, যমুনে! তুমি কি অবিচার প্রবৃত্তি দেখিয়াছ? একথা শুনিয়া যমুনা বলিয়াছিলেন, দেবী! আমার প্রিয় ভগিনী শ্রীরাধার সৌগন্ধিকমালা তুমি কেন আপনার ভ্রাতাকে অর্পণ করিয়াছ, এই কথা বলিলে, দেবী বিন্ধ্যবাসিনী হাসিতে হাসিতে, শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে মনোহর হারের সহিত দিব্য সৌগন্ধিক মালা অবতরণ করিয়া প্রিয় সখীর কণ্ঠে নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, অয়ি! আপনার মালা গ্রহণ করুন।

কৃষ্ণ :— ঈষৎ হাস্য করিলেন।

বিশাখা :— তাহার পর, তাহার পর?

নান্দীমুখী :— তাহার পর, "এ হার কঠিন হৃদয়ের সঙ্গ করিয়াছে, এ কারণ ইহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই," এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সূর্য্যমুখী যমুনা সকৌতুকে শ্রীরাধার হার উত্তোলন করিয়া মনোহর হরিকণ্ঠে সমর্পণ করিলেন।

ললিতা :— তাহার পর, বিন্ধ্যবাসিনী কংসারির বক্ষঃস্থল হইতে মৃগমদ উত্তোলন করিয়া শ্রীরাধার তিলক নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

বৃন্দা :— (সানন্দে) তাহার পর, ভগবতী পৌর্ণমাসী

উল্লাসের সহিত বলিয়াছিলেন, ওহে বৃক্ষগণ! তোমরা প্রফুল্ল হইয়া পরম সুখে মধুর-লতা সহিত বিলাস কর, অহে বিহঙ্গগণ! তোমরা ভৃঙ্গের সহিত রঙ্গ বিস্তার কর, অহে পক্ষিগণ! তোমরা আপনার পরাক্রম প্রকাশ কর, যেহেতু শ্রীরাধা সখীরূপ সেনাপতি সকলে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উদ্যান পালিনী বৃন্দাকে বিশুদ্ধ আমাতাপদে নিযুক্ত করতঃ তোমাদের সম্বন্ধে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

(এই বলিলে আনন্দ জাড্য অভিনয় করিয়া) কুন্দলতা শতশত উদ্গত কলিকা ধারণ করিলে, মালতী পত্রাঙ্কুরে চিত্রিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। মনোরমা নব মালিকা বিকশিত হইয়া উঠিল এবং বিগত শাখা হইলেও চম্পকলতা প্রফুল্ল হইতে প্রবৃত্ত হইল।

পক্ষান্তরে অর্থ। কুন্দলতা শতশত উৎকণ্ঠা ধারণ করিলেন, চিত্রাসখী সুচিত্তা পত্রভঙ্গ অর্থাৎ স্তন ও কপোলোপরি তিলক রচনা করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, নব মালিকাধারিণী ললিতা হাস্য বদনী হইলেন এবং চম্পকলতা সদৃশী বিশাখা হর্ষাতিশয় বিস্তার করিলেন।

ললিতা :— নান্দীমুখী! দীনেশ নন্দিনী যমুনা যে কথা বলিয়াছেন বোধকরি আপনি তাহা বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন।

নান্দীমুখী :— ললিতে! তিনি যে আমাদের নিকটে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, তাহা কেন বিস্মৃত হইব। তাঁহারা মন্ত্রণা এই যে, আজি হইতে আমার ক্রীড়া-কাননে আমার প্রিয়সখী

ললিতা প্রভৃতি সুখ-স্বচ্ছন্দে কসুম চয়ন করুন।

এই কথা শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী বলিয়াছিলেন, যমুনে! কুসুমগুলিও মাধবের অধীন।

বৃন্দা :— (রাধাকে দেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত) সখি! বিন্ধ্যবাসিনীদেবী তোমাকে যে তিলক দিয়াছিলেন, শনির জননী ছায়া তোমার যে চূড়া বন্ধন করিয়াছিলেন, ত্বষ্টার নন্দিনী সংজ্ঞা যে তোমার কবরী বন্ধন করিয়াছিলেন, তোমার সখিগণ তোমাকে যে চামর দ্বারা ব্যজন করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মনন্দিনী সরস্বতী যে তোমার মস্তকে মণিছত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কেন বিস্মৃত হইব।

শ্রীরাধা :— (লজ্জার সহিত) বৃন্দে! ক্ষান্ত হও।

কৃষ্ণ :— (মনে মনে) অতিশয়রূপে দেখিতে ইচ্ছা হইলেও দেববধূদিগের লজ্জায় আমি নতবদন হইয়াছিলাম সুতরাং শ্রীরাধার সে শোভা সন্দর্শনে নয়ন নিয়োগ করিতে পারি নাই, তৎকালীন শ্রীরাধা আমার হৃদয়স্থ মণিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সহসা একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া আমি আনন্দ সংপ্লবে পতিত হইয়াছিলাম।

উপরোক্ত প্রসঙ্গ পাঠ করিলে পাঠকগণ "শ্রীকৃষ্ণ কেন যে বৃন্দাবনে শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া ইমলিতলায় শ্রীরাধার মহাভিষেক বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধা-নাম ও রাধা-মন্ত্র জপ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন" তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি "ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ" তাঁহার সতীর্থ শ্রীমৎ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভুর সহায়তায় ইম্‌লিতলার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং ইম্‌লিতরুর আলিঙ্গিত রাজপ্রাসাদটী ক্রয় করিয়া "সরস্বতী-কুঞ্জ" নাম দিয়া তদীয় শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বাভাস সাধুগণ অবগত আছেন। কলিন্দ-নন্দিনী বিপুল তরঙ্গা যমুনার বন্যায় প্রাচীন জীর্ণ মন্দির ধ্বংস হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে শ্রীযমুনাদেবী যে শ্রীভক্তিবিজয় প্রভুকে সেবাধিকার দান করিবার জন্যই এই অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ইম্‌লিতলার মাহাত্ম্য অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ সুবিদিত হইলেও জনসাধারণ নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির দ্বারা এই ইম্‌লিবৃক্ষের মাহাত্ম্য আরও উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১। এই প্রাচীন পবিত্র তেঁতুল বৃক্ষের একটি শাখা পার্শ্ববর্ত্তী রাজবাড়ীর ছাদে ভর দিয়া প্রসারিত হইতে থাকিলে কোন ব্যক্তি সেই শাখা কাটিয়া দিবার সময় মানুষের রক্তের ন্যায় রক্তধারা রাজবাড়ীর দেওয়াল বহিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যক্তি সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা বৃন্দাবনবাসী সকলেই অবগত আছেন।

২। "ইম্‌লিতলার" বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, ইহা দ্বাপর যুগ হইতেই

"সিদ্ধপীঠ" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এখানে বহু সাধকগণ শ্রীরাধা-গোবিন্দের নাম জপ করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়া ইহা "সিদ্ধপীঠ" নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৩। বৈষ্ণব সাধকগণ ব্যতীতও এখানে কাম-কামীগণ তাহাদের অভীষ্টানুসারে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি চতুর্বর্গও লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

৪। "যে সুজন এ বিটপী করেন আশ্রয়।
'কৃষ্ণ-সেবা'—সুকল্যাণ ফল তার হয়।"

৫। এই ইমলিতরুর ফল কখনও পক্কাবস্থা লাভ করে না। এই সুপ্রাচীন বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল ও শাখা, কিশোর-কিশোরীর নিত্য লীলাস্থলীতে কিশোর অবস্থাতেই এই পবিত্র স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। শেফালিকা, করবী ও টগর পুষ্পের গন্ধে এই স্থান আমোদিত থাকে।

৬। এই কল্যাণ কল্পতরুর নীচে বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ ও যমুনা-বৃন্দাবন দর্শন করিলে এবং এই বাঞ্ছাকল্পতরুর অপার করুণার কথা শ্রবণ করিলে হৃদয় প্রেমভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। সিদ্ধি তাঁর করতলগত হইবে। মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইবে। অতএব হে বিশ্ববাসী! আপনারা এই কল্যাণ কল্পতরু আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হউন। আমরা কাতরকণ্ঠে করুণ-স্বরে করজোড়ে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি!!

★

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

"বার্ষভানবী-দয়িতের ছিল অভিলাষ।
ইম্‌লিতলা কুঞ্জেতে করিতে নিবাস ॥
অপ্রকটকালে তাঁর ব্রজে আগমন।
নিত্যলীলা প্রবেশেতে জানে সাধুজন ॥
সখীচরণ প্রভু তাই করিয়া যতন।
'শ্রীভক্তি-বিজয় কুঞ্জ' করিয়া স্থাপন ॥
মার্ব্বেল-মণ্ডিত করি ঠাকুর-মন্দির।
পুষ্প-সমাধি তাহে স্থাপিলেন ধীর ॥
শ্রীগুরু-চরণ-কৃপা সামর্থ লভিয়া।
গোলক হইতে কুঞ্জ আনিল টানিয়া ॥
'শ্রীভক্তি-বিজয়-প্রভু' 'সখিচরণ নাম।
ধন্য তাঁর সেবাচেষ্টা, তাঁহাকে প্রণাম ॥
গুপ্তকথা ব্যক্ত করি বৈষ্ণব-কৃপায়।
শ্রীগুরুচরণপদ্ম ধরিয়া হিয়ায় ॥
কুঞ্জবিহারীর লীলা স্মরণ করিয়া।
ক্ষমা মাগি বৈষ্ণবের চরণ ধরিয়া ॥
সদাই নির্দ্দোষ হয় বৈষ্ণব সুজন।
অপরাধে পড়ে যেই নিন্দে অভাজন ॥
স্বরূপের সেবার লাগি বলি হরি হরি।
ভকতিসারঙ্গ পড়ে দন্তে তৃণ ধরি ॥

চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলান্তর্গত দ্বাদশ বন ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ

দর্শনীয় স্থান ঃ—

"বৃন্দাবন"—ইমলিতলা মহাপ্রভুর বৈঠক, সেবাকুঞ্জ বা নিকুঞ্জ-বন, শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর, শ্রীরাধা-দামোদর, গোস্বামীগণের সমাধি; শৃঙ্গার-বট, মীরাবাঈ মন্দির, শাহজীর মন্দির, নিধুবন, চীরঘাট বা বস্ত্রহরণ ঘাট, শ্রীরাধারমণ, শ্রীরাধাগোপীনাথ, কেশীঘাট, বংশীবট, গোপেশ্বর মহাদেব, লালাবাবুর মন্দির, শ্রীরঙ্গজীউর মন্দির (শেঠের মন্দির), কাঁচমন্দির, চৌষট্টি মহান্তের সমাধি, কাত্যায়ণী মন্দির, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউ, বনখণ্ডি মহাদেব, শ্রীরাধাবল্লভ, বঙ্কুবিহারী, অষ্টসখীর মন্দির, শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর মন্দির, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধি, কালীদহ (সত্যযুগের কেলিকদম্ববৃক্ষ), জয়পুর মহারাজের মন্দির, জামাইবিনোদ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

"মথুরা"—শ্রীভূতেশ্বর শিব, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, শ্রীকেশবদেব, সূতিকা-কুণ্ড, শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু, শ্রীদ্বারকানাথ, বিশ্রামঘাট, বরাহদেব, কংসটীলা, রঙ্গেশ্বর শিব, শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ।

"গোকুল" (মহাবন)—শ্রীনন্দমহারাজের প্রাচীন ভবন, যোগ-মায়া দেবী, চৌরাশী খাম্বা, পুতনা-বধ স্থান; যমলার্জ্জুন ভঞ্জন।

"ব্রহ্মাণ্ডঘাট"—এখানে মা যশোদাকে মৃত্তিকা-ভক্ষণছলে শ্রীকৃষ্ণ মুখগহ্বরে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন। শ্রীনবনীতলালজীউ।

"রাভেল"—শ্রীরাধারাণীর জন্মস্থান, শ্রীবৃষভানু রাজার প্রাচীন ভবন ও শ্রীরাধারাণীর মন্দির।

"লৌহবন"—শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোচারণস্থল, লৌহজঙ্ঘ অসুর বধের স্থান। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নৌকা-বিলাস করিয়াছিলেন।

"মধুবন"—শ্রীমধুবনবিহারীজী ও শ্রীবলরামজী দর্শন। এখানে মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। ধ্রুবের তপস্যাস্থল।

"তালবন"—শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোচারণস্থল, তালবন কুণ্ড, শ্রীবলদেব প্রভু, ধেনুকাসুর বধের স্থান।

"কুমুদবন"—কুমুদকুণ্ড, শান্তনুর তপস্যা-স্থল। এখানে সখীগণ কুমুদ-পুষ্পদ্বারা শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে সজ্জিত করিয়াছিলেন।

"বহুলাবন"—বহুলাকুণ্ড, বহুলা গাভীর স্থান, শ্রীবলরামকুণ্ড, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ।

"গিরিরাজ গোবর্দ্ধন"—সামর্থপক্ষে পরিক্রমা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিক্রমাকালে দর্শন—শ্রীগোবর্দ্ধন আশ্রম, শ্রীহরিদেব, মানসী-গঙ্গা, শ্রীগিরিধারীজীউ, চাকলেশ্বর শিব, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড।

"শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড"—শ্রীকুঞ্জবিহারী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৈঠক, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি, বৃক্ষরূপে পঞ্চপাণ্ডব।

"কাম্যবন"—বিমলাকুণ্ড, শ্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীবৃন্দাদেবী, চরণ-পাহাড়ী, ধর্ম্মকূপ, কামেশ্বর শিব, পাণ্ডবগণের বনবাস স্থান।

"ভোজনস্থলী"—পিছল-পাহাড়ী ও ব্যোমাসুর গোফা। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সখাগণের সঙ্গে ভোজনলীলা করিয়াছিলেন।

"খদিরবন"—শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর,

সঙ্গমকুণ্ড, গোচারণ স্থান। বকথরা, এখানে শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-বিলাস স্থান।

"চরণ-পাহাড়ী"—এখানে ধেনুবৎস, হরিণ, হাতী ও শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের চরণচিহ্ন দর্শন।

"নন্দগ্রাম"—পাবন-সরোবর, শ্রীরাধা-পাবনবিহারীজীউ, নন্দ-বাবার মন্দির, শ্রীনন্দ-যশোদা ও কৃষ্ণবলরামের নয়নাভিরাম দর্শন, উদ্ধব-কেয়ারী।

"সংকেত"—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার প্রথম মিলন স্থান, শ্রীরাস-বিহারীজীউ ও রাসমঞ্চ।

"বর্ষাণা"—(শ্রীবৃষভানু রাজার রাজধানী) ভানুকুণ্ড, ময়ুর-কুটীর, পর্ব্বতোপরি অপূর্ব্ব মন্দিরে কিশোরীজীউর মনোরম দর্শন।

"যাবট"—কিশোরীকুণ্ড, পিয়ালকুণ্ড, শ্রীরাধাকান্ত, আয়ান ঘোষ ও জটিলা-কুটিলার বাড়ী।

"বেলবন"—শ্রীলক্ষ্মীদেবীর তপস্যাস্থল। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরাস-মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভার্থে এখানে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। মনোরম বনভূমি।

"ভাণ্ডীরবন"—সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও মল্লক্রীড়া স্থল। এখানে প্রলম্বাসুরকে বধ ও দাবানল ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

"ভদ্রবন"—যমুনার তীরে অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সখাগণের সহিত বিবিধ-লীলা ও গোচারণ করিয়াছিলেন। মান-সরোবর।

পরিশিষ্ট

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু-বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর মুঞি তার দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁদের চরণ-সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদ মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয়, জয় মহাবন॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ-কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন॥
শ্রীনন্দ যশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনু বৎসগণ॥
জয় বৃষভানু, জয় কৃত্তিকা সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীর নাগরী॥
জয় জয় গোপেশ্বর বৃন্দাবন মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ॥
জয় রামঘাট, জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন॥
জয় দ্বিজপত্নী, জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরস সার।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার॥
শ্রীজাহ্নবাপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম-সংকীর্ত্তন॥

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। "ইমলিতলা মহাপ্রভুর মন্দির"
সেবাকুঞ্জ মহল্লা
পোঃ বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা (ইউ পি)

২। "দিল্লী গৌড়ীয় সঙ্ঘ"
৩এ/৮৫, ডব্লিউ-ই-এ করোলবাগ,
নিউ দিল্লী-৫

৩। "শ্রীইন্দ্রপ্রস্থ গৌড়ীয় মঠ"
দীনা-কা তালাব, মাল্কাগঞ্জ, দিল্লী-৭

৪। "শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মন্দির"
শ্রীনন্দনাচার্য্য ভবন, ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ)

৫। "শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাশ্রম"
২৩ নং ডাক্তার লেন, কলিকাতা-১৪

৬। "শ্রীনিবাস গৌড়ীয় মঠ"
পোঃ কেশিয়াকোল, জিঃ বাঁকুড়া (পঃ বঃ)

৭। "শ্রীগৌর-গোবিন্দ আশ্রম"
গৌরবাটসাহি, স্বর্গদ্বার,
পোঃ ও জিঃ—পুরী, (উড়িষ্যা)

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ—কলিকাতা সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডস্থিত 'টাইম-কর্ণার'-এর মালিক 'শ্রীযুত চন্দ্রকুমার দত্ত' মহাশয় সম্প্রতি ইমলিতলা প্রাঙ্গনটি শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তর-মণ্ডিত করিয়া বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপ
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবন
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদ
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন